



68842 - যদি মুদ্রার দর পরবির্তন হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ঋণ আদায়ের পদ্ধতী কী হবে?

প্রশ্ন

আমি আমার এক বন্ধুকে কর্জ হাঙ্গান দয়িছে। আমি তাকে ঋণ দয়িছে সটৌদ রয়্যাল। এখন ঋণ পরশিোধেরে সময় সটৌদ রয়্যালেরে বপিরীতে মশিরী পাউন্ডেরে দর কমে গেছে। আমার এ বন্ধু ঋণ গ্রহণেরে সময় রয়্যালেরে বপিরীতে মশিরী পাউন্ডেরে য়ে দর ছিল সে ভিত্তিতে ঋণ পরশিোধ করতে চায়। তার মানতে আমার কাছ থেকে মূল য়ে অর্থ সে গ্রহণ করছে এ র চয়ে কমে অর্থ আমার কাছতে ফেরতে আসবে। আমি এটা প্রত্যাখ্যান করে তাকে বলছে: ভাই, আমি তমোর হাতে সটৌদ রয়্যাল সমর্পণ করছে। তুমি আমার কাছ থেকে য়েভাবে গ্রহণ করছে সেভাবে সটৌদ রয়্যাল আমার ঋণ ফেরতে দাও। ঋণ তমো সম ধরণেরে জনিসি দয়ি়ে পরশিোধ করতে হয়। আমার এতটুকু (কষর্তা) যথেষ্ট য়ে, আমি কোন হালাল প্রর্জকেটে আমার অর্থ বনয়ি়েগে করা থেকে নর্জিকে বঞ্চিত করছে; য়াতে আমার লাভ হতে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিরে জন্য তমোকে কর্জ হাঙ্গানা (ঋণ) দয়িছে। এ অর্থ দয়ি়ে তুমি তমোর ব্যবসা ঠকিঠাক করছে, ব্যবসা করছে, লাভান হয়ছে; আল্লাহ তমোর সম্পদে বরকত দনি। কনিতু সে আমার প্রস্ভাবকে প্রত্যাখ্যান করল। এ কষর্তেরে ইসলামেরে হুকুম কি? তার উপর কি আবশ্যক নয় য়ে, আমার ঋণ সে সটৌদ রয়্যাল ফেরতে দবি়ে; নাকি নয়? যদি উত্তর হয় য়ে, তার উপর সটৌদ রয়্যাল ঋণ পরশিোধ করা আবশ্যক; কনিতু সে ফতয়ো না মানতে তাহলে আল্লাহর কাছতে তার বধিান কি? আমার অর্থ য়ে পরমিাণ কমে হবে সেটৌ কি তার যমিমাদারিতে থেকে য়াবে; য়নে কয়িমাতেরে দনি আমি আল্লাহর সামনে তার থেকে সেটৌ দাবী করতে পারি; নাকি নয়? এ বধিয়ে তমোকে ফতয়ো জানাবনে। আল্লাহ আপনাদেরে প্রতদিন দনি। য়েহেতে ফতয়োর জন্য ঋণ পরশিোধ স্ংগতি আছে।

জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

যে ব্যক্তি অন্য কারো কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করছে তার উপর আবশ্যক হল সে য়ে মুদ্রাতে ঋণ নয়িছে অনুরূপ মুদ্রাতে ঋণ পরশিোধ করা; ঋণ গ্রহণেরে সময় ঋণেরে য়ে মূল্য ছিল সেটৌ নয়। বরঞ্চ চুক্তিপিত্রেরে এটা উল্লেখ করা জায়যে নই য়ে, গৃহীত মুদ্রা বাদ দয়ি়ে অন্য মুদ্রাতে ঋণ পরশিোধ করা হবে। য়মেন, কটে একজন সটৌদ রয়্যাল ঋণ নয়ি়ে ঋণ গ্রহণেরে সময় মশিরী মুদ্রাতে সেটৌর মূল্য কত ছিল তা হিসাব করে মশিরী মুদ্রায় ঋণ পরশিোধ করা জায়যে নয়। যদি কটে স্বাচ্ছন্দচিত্তে দুটৌ মুদ্রার মাঝে মূল্যেরে য়ে ব্যবধান সেটৌ পরশিোধ করতে চায় তাহলে জায়যে হবে; তবে দাবী করে নয়। এই মর্মে ফকিহ একাডেমিগিলোর ফতয়ো ও আমাদেরে অনেকে বর্জি়ে আলমেরে ফতয়ো রয়ছে।



'মুদ্রার দর পরবির্তন' সংক্রান্ত বিষয়ে কুয়েতে অনুষ্ঠিত 'ইসলামী ফকিহ একাডেমি'-এর পঞ্চম সম্মেলন-এ (১-৬ জুমাদাল উলা ১৪০৯ হিঃ মতোবকে ১০-১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৮খ্রিঃ) সিদ্ধান্ত নং ৪২(৪/৫) তে বলা হয়েছে:

'মুদ্রার দর পরবির্তন' সংক্রান্ত বিষয়ে সদস্যবর্গ ও বিশেষজ্ঞগণের পশেকৃত গবেষণাপত্র অবহতি হওয়া ও এর উপর আলোচনা-সমালোচনা শূনার পর এবং তৃতীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্ত নং ২১(৩/৯) অবহতি হওয়ার পর যাতো রয়েছে যে, "কাগুজে মুদ্রাগুলো মুদ্রা হিসেবে ধরতব্য। এগুলোর পরপূরণ মূল্যমান রয়েছে। যাকাত, সুদ, সালাম ব্যবসা কথিবা অন্যান্য বধি-বধানের ক্ষতেরে স্বরণ-রটোপ্যরে জন্ম যসেব শরয়ি বধি-বধান প্রযোজ্য এগুলোর ক্ষতেরেও সসেব বধি-বধান প্রযোজ্য": কমটি নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত দয়ে:

"কোন বিশেষ মুদ্রায় সাব্যস্ত ঋণ পরশিোধ করার ক্ষতেরে অনুরূপ মুদ্রায় ধরতব্য; মূল্য নয়। কেননা ঋণ পরশিোধ করতে হয় অনুরূপ জনিসি দয়ে। তাই কারো যম্মাদারতি সাব্যস্ত ঋণ সটো য়ে উৎস থেকেই হোক না কেন; সটোকে বাজার দরের সাথে সম্পৃক্ত করা জায়যে হবে না।

[একাডেমি ম্যাগাজনি (সংখ্যা-৫, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৬০৯)]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

"আমার এক দ্বীন ভাই 'হাসান' আমাকে দুই হাজার তউনশেয়ান দিনার ঋণ দয়িছে। আমরা একটা চুক্তিপত্রও লখিছে। চুক্তিপত্রে আমরা ঐ অংকরে অর্থরে জারমানি মুদ্রায় মূল্য উল্লেখে করছে। ঋণরে নরিধারতি সময় অতবিহতি হওয়ার পর (সটো ছিল এক বছর) জারমানি মুদ্রার দাম বড়ে যায়। এখন আমি যদি তাকে চুক্তিপত্রে যা আছে সটো পরশিোধ করি তাহলে বিষয়টি এমন হবে যে, আমি তার থেকে যা ঋণ নিয়েছি তার চয়ে তনিশত তউনশেয়ান দিনার বেশি পরশিোধ করলাম। এমতাবস্থায় ঋণদাতার জন্ম এই অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা কি জায়যে হবে; নাকি সটো সুদ হিসেবে গণ্য হবে...? বিশেষত সয়ে জারমানি মুদ্রায় পরশিোধ করাটা চাচ্ছে; যাতো করে সয়ে জারমানি থেকে গাড়ী কনিতো পারে।

জবাবে তনি বলেন: ঋণদাতা 'হাসান' য়ে অর্থ ঋণ দয়িছে সটো ছাড়া আর কিছু সয়ে পাবে না। আর তা হল দুই হাজার তউনশেয়ান দিনার। তবে, আপনি যদি এর চয়ে বেশি তাকে দতিে সম্মত হন তাহলে কোন অসুবধি নই। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "মানুষরে ঐ ব্যক্তি উত্তম য়ে উত্তমভাবে (ঋণ) পরশিোধ করে"। [সহি মুসলমি] সহি বুখারীতে এসছে এ ভাষায়: "উত্তম মানুষদরে মধ্যযে ঐ ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত য়ে উত্তমরূপে (ঋণ) পরশিোধ করে"।

পক্ষান্তরে, উল্লেখতি চুক্তিপত্রটি অকার্যকর। এর ভিত্তিতে কোন কিছু অবধারতি হবে না। যহেতু এটি শরয়িত বরীদৌ চুক্তি। শরয়ি দলিলগুলো এটাই প্রমাণ করে যে, ঋণ দাবী করার সময় য়েই দর সইে দর ছাড়া ঋণ বক্রি করা জায়যে নয়।



তবে, ঋণগ্রহীতা যদি সিদাচরণ ও উপঢৌকনস্বরূপ বেশে দিতে সম্মত হয় তাহলে পূর্ববোক্ত হাদিসেরে ভিত্তিতে সটো জায়গে হবে।"[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়া ইসলামিয়া (২/৪১৪)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) প্রশ্নকারীর অনুরূপ প্রশ্নেরে জবাবে বলেন:

"আবশ্যিক হচ্ছ- আপনিতাকে যা ঋণ দিয়েছেন সটো ডলারে ফেরত দেওয়া। কনেনা এই ঋণটাই আপনিতাকে প্রদান করছেন। কনিতু, তা সত্ববেও আপনার দুইজন যদি এই মর্মে সমঝতো করেনে যে, সে আপনাকে মশিরী পাউন্ড ফেরত দবি; তাতে কোনে অসুবিধা নই। ইবনে উমর (রাঃ) বলেন: আমরা দরিহামে উট বক্রি করে দরিহামেরে পরবির্তে দিনার গ্রহণ করতাম। আবার দিনারে বক্রি করে দরিহাম গ্রহণ করতাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "কোন অসুবিধা নই; যদি ঐ দিনারে মূল্য গ্রহণ কর এবং তোমরা দুইজন বচ্ছিন্ন হওয়ার আগে তোমাদেরে মাঝে কোনে লনেদনে না রাখ।" কারণ এটি হচ্ছ- ভিন্ন ভিন্ন শ্রণীরে নগদ নগদ লনেদনে। এটি রটোপ্য দিয়ে স্বর্ণ বনিমিয় করার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং আপনিতাও সে যদি এই মর্মে একমত হন যে, সে আপনাকে এ ডলারগুলোর পরবির্তে মশিরী পাউন্ড প্রদান করবে এই শর্তে যে, আপনিতার সাথে যে সময়ে মুদ্রা পরবির্তন করতে একমত হয়েছেন সে সময়ে যে দর এর চয়ে বেশি পাউন্ড গ্রহণ করবেনে না তাহলে এতে কোনে অসুবিধা নই। যমেন- ২০০০ ডলার যদি ২৮০০ পাউন্ড এর সমান হয় তাহলে আপনার জন্য ৩০০০ পাউন্ড গ্রহণ করা জায়গে হবে না। কনিতু আপনার জন্য ২৮০০ পাউন্ড গ্রহণ করা কথিবা শুধু ২০০০ ডলার গ্রহণ করা জায়গে হবে। মানে আপনিতাসেই দিনারে বাজার দরে গ্রহণ করবেনে কথিবা এর চয়ে কমে গ্রহণ করবেনে। অর্থাৎ বেশি গ্রহণ করবেনে না। কনেনা আপনিতা যদি বেশি গ্রহণ করেনে তাহলে আপনিতা এমন কিছু গ্রহণ করলেনে যটোর গ্যারান্টি (ক্ষতপূরণ) দেয়া আপনার দায়ত্ববে প্রবশে করেনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন লাভ থেকে নষিধে করছেন যটোর ক্ষতির দায়ত্ব ব্যক্তির উপরে ছিল না। পক্ষান্তরে, যদি কম গ্রহণ করেনে তাহলে সটো হবে ব্যক্তিতার কিছু অধিকার ছড়ে দলি; বাকীটুকু আদায় করল। এতে কোনে অসুবিধা নই। [সমাপ্ত]

[ফাতাওয়া ইসলামিয়া (২/৪১৪, ৪১৫)]

দুই পক্ষেরে কোনে এক পক্ষ যদি এই হুকুমেরে বপিরিত করে তাহলে সে দুই মুদ্রার মূল্যেরে মাঝে যে ব্যবধান সটো অন্যায়ভাবে গ্রহণকারী হবে। এটি হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন: "হে মুমনিগণ, তোমরা পরস্পরেরে মধ্যে তোমাদেরে ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খয়ে না, তবে পারস্পরিক সম্মতততে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা নিজেরে নিজেরেকে হত্যা করো না। নশিচয় আল্লাহ তোমাদেরে ব্যাপারে পরম দয়ালু।"[সূরা নসিা, আয়াত: ২৯]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।